Department: Sanskrit

Semester: I V

Paper: SAN-H-CC- T-IX

Teacher: Dr. Amrita Sihi

: অলঙ্কারিক বামনের মতে দশশব্দগুন :

— অমৃতা সিংহ।

আচার্য ভামহের উক্ত মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ – এ গুনত্রয়কে গ্রহণ না করে আচার্য বামন আচার্য ভরত ও আচার্য দণ্ডীর সম্মত শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারতা, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি – এ দশটি গুনকে গ্রহণ করেছেন। শব্দ ও অর্থভেদে প্রত্যেকটি গুনের দ্বিবিধত্ব। তিনি দশটি শব্দগুন ও দশটি অর্থগুনের উদাহরণ সহযোগে লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। সম্প্রতি দশ শব্দগুনই এখানে আলোচ্য বিষয়।

(১) ওজোগুনের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "গাঢ়বন্ধত্বমোজঃ" অর্থাৎ বন্ধের বা পদরচনার গাঢ়তা বা নিবিড়তাই হল ওজঃ। যেমন – "বিলুলিত মকরন্দা মঞ্জরীনর্তয়ন্তি–" – ইত্যাদি। এখানে পদরচনার গাঢ়ত্বের জন্য ওজোগুন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অপরদিকে "বিলুলিত-মধুধারা মঞ্জরী লোলয়ন্তি" ইত্যাদি-অংশে বন্ধের নিবিড়তার অভাবহেতু ওজোগুনের সদ্ভাব নেই।

(২) 'শৈথিল্যং প্রসাদঃ' – অর্থাৎ বন্ধ বা পদরচনার শিথিলতাকে প্রসাদ বলে। তবে ওজোগুণের সঙ্গে সংমিশ্রিত না হলে প্রসাদ গুণ না হয়ে যে দোষ হয়, ঐ সংমিশ্রণ অনুভবগম্য। করুনরস প্রধান দৃশ্যকাব্যে পরস্পরবিরোধী সুখ ও দুঃখ যেমন অনুভূত হয়, তেমনি পরস্পরবিরুদ্ধ ওজঃ ও প্রসাদগুণের সংমিশ্রণ ও অনুভবের দ্বারা জানা যায়। কেবল ওজঃ ও প্রসাদগুণের সংমিশ্রণ নয়, উভয়ের সমতা ও উৎকর্ষ ও উভয়ের পারস্পরিক সমতার অনুভবগম্য। উভয়ের উদাহরণ – যথা – 'অবস বিষয়ব্যাবৃত্তয়া যথাবিধি' – ইত্যাদি। কখনো প্রসাদগুণ থেকে ওজোগুণের উৎকর্ষ, যথা 'বুধুমশায়নঃ ন প্রত্যগ্রম' ইত্যাদি অনুভবের দ্বারা জানা যায়।

(৩) 'মসৃণত্বং শ্লেষ' অর্থাৎ যেখানে বহুপদ একপদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেখানেই হয় মসৃণতা, ঐ শব্দনির্ম-চিক্কণতার নাম শ্লেষ। যথা – 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ' ইত্যাদি। কিন্তু 'স্ফুরংব্রাম্মামুরঃ স্থলে ভ্রমরীবল্গুগীতয়ঃ' – ইত্যাদিতে মসৃণতার অভাবহেতু শ্লেষগুণ নেই।

(৪) "মার্গাভেদঃ সমতা' — মার্গ অর্থাৎ রচনা শৈলীর অভেদ অর্থাৎ একরূপতা হচ্ছে সমতা, অর্থাৎ যে মার্গ অবলম্বনে রচনার সূচনা, রচনার সমাপ্তি পর্যন্ত সে মার্গ পরিত্যাগ না করাই হচ্ছে সমতা। এই শ্লোক ও প্রবন্ধকাব্যে অপেক্ষিত। যথা- "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম" ইত্যাদি। এ থেকে সর্বত্রই রচনাশৈলীর একরূপতা রক্ষিত হয়েছে, কিন্তু— "প্রসীদ চণ্ডি! ত্যজ মন্যুমঞ্জসা জনস্তবাহয়ম্" ইত্যাদি শ্লোকে প্রারম্ভে কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হলেও অন্তে ব্যবহৃত হয়েছে ভাববাচ্য, সুতরাং এখানে মার্গে একরূপতা রক্ষিত হয়নি বলে সমতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে,

(৫) 'আরোহাবরোহক্রমঃ সমাধিঃ' — অর্থাৎ আরোহ এবং অবরোহের ক্রমকে বলে সমাধি। পদরচনার গাঢ়তা ও শিথিলতার ক্রম অনুসারে যে মিশ্রণ তাই সমাধি। অন্য কথায় বলা যায় যে, পদরচনায় অবরোহ প্রবর্তিত হলে প্রবৃত্ত আরোহের বর্জন। কিংবা আরোহ প্রবর্তিত হলে, প্রবৃত্ত অবরোহের বর্জন হচ্ছে সমাধি। যথা — (১) আরোহ পূর্বক অবরোহ — "নিরানন্দঃ কৌন্দে মধুনি পরিভুক্তো জগত রসে।" (২) অবরোহপূর্বস্ত্বারোহঃ — নরাশীল এষ্টো ব্যসন ইব মজ্জন্তি তরবঃ' ইত্যাদি। আবার কারো কারো মতে, ক্রমে আরোহণ, ক্রমে অবরোহণ হলেও সমাধি হয়। যেমন— 'নিবেশঃ স্বঃ সিন্ধোস্তুহিন গিরিবীথীষু জয়তি।"

(৬) পৃথকপদত্বং মাধুর্যম্ অর্থাৎ রচনাগত পদসমূহের পারস্পরিক যে পৃথকতা তাকেই বলা হয় মাধুর্য, এগুণ দীর্ঘ সমাসবদ্ধ রচনা নিষেধক। যথা - 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম' ইত্যাদি। এর বিপরীত উদাহরণ অর্থাৎ পদসমূহের পৃথকত্বের অভাব, যেমন দৃষ্টান্ত হল, — 'চলিতশবরসেনা দত্তগোশৃঙ্গচণ্ডধ্বনি চকিত বরাহ ব্যাকুলা বিন্ধ্যপাদায়" ইত্যাদি।

(৭) অজরঠত্বং সৌকুমার্যম্ - পদরচনায় যা পারুষ্যহীনতা অর্থাৎ অকঠোরতা তাই সৌকুমার্য। যথা - "অস্ত্যুত্তর-স্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ' ইত্যাদি অংশে পদবন্ধনের পারুষ্যহীনতা লক্ষণীয় এর বিপরীত অর্থাৎ পদরচনায় পারুষ্য বা কঠোরতা বিদ্যমান এমন দৃষ্টান্ত হচ্ছে, — 'নিদানং নির্দ্বৈতং প্রিয়জন-হৃদ্ব্যবসিতিঃ' ইত্যাদি।

(৮) 'বিকটত্বম্ উদারতা' অর্থাৎ বন্ধের যা বিকটতা তাই উদারতা। আরো বিশদ করে বলতে গেলে, পদরচনায় যে গুণ থাকলে পদসমূহ যেন নৃত্য করছে, এরূপ মনে করেন সহৃদয়জন, তাকেই বলেন উদারতা। যেমন - স্বচরণ বিনিবিষ্টৈর্নূপুরৈ লীলায়মানতা রয়েছে তাই বিকটতা। এ লীলায়মানত্বের অভাব হেতু — 'চরণকমললগ্নৈর্নূপুরৈর্নর্তকীনাং ঝটিতি" ইত্যাদি উদারতাগুণরিক্ত।

(৯) 'অর্থব্যক্তি হেতুত্বমর্থব্যক্তিঃ' অর্থাৎ অর্থের স্পষ্টপ্রতীতির হেতু হচ্ছে — অর্থব্যক্তি। যেখানে সত্বর অর্থবোধের হেতুত্ব বিদ্যমান, তাই অর্থব্যক্তি। যথা- 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ' ইত্যাদি। এর প্রত্যুদাহরণ বহু এবং সুলভ বলে এখানে আর উল্লেখ করা হল না।

(১০) 'ঔজ্জ্বল্যং কান্তি' — পদরচনায় উজ্জ্বলতা অর্থাৎ নবীনতাকেই বলা হয় কান্তি। পদরচনার যা নবীনতা তাই কান্তি। এর অভাবে বলা হয় প্রাচীন রচনা ছায়া, যথা, — 'কুরঙ্গী-নেত্রালীস্তবকিত বনালী পরিসরঃ' ইত্যাদি। এর বিপরীত উদাহরণ বহু ও সুলভ। সেজন্য উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যেমন 'পত্রম্' শব্দের পরিবর্তে 'কিসলয়ম্', জলধৌ শব্দের পরিবর্তে 'অর্বিজলধি' 'রাত্রি' শব্দের পরিবর্তে 'রাজনি'। কেননা, এগুলি সহৃদয়ের সংবেদনগম্য, কিন্তু সংবেদনগম্য হলেও সার্বজনীন নাও হতে পারে, কাজেই এগুলির প্রতীতি ভ্রান্ত, — এরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়েছে — 'ন ভ্রান্তা নিষ্কম্পত্বাৎ' — অর্থাৎ - গুণসমূহ ভ্রান্ত নয়, কেননা অসার্বজনীন হলেও গুণসমূহ অবাধিত, অযত্নত্বাৎ গুণবিষয়ে নির্বাধি বলে, গুণসমূহ পাঠধর্ম নয়। কেননা যদি পাঠধর্ম হত তাহলে কোন বিশেষের অপেক্ষা না করে পাঠক্রমেই সর্বত্র সেগুলি দৃষ্টিগোচর হত। সুতরাং গুণসমূহের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।